দামুড়হুদায় তামাক ক্ষেতে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার গোপালপুর গ্রামের একটি তামাক ক্ষেতে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় স্বামী পরিত্যক্তা এক নারীর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার দলিয়ারপুর গ্রামের মৃত শরিফ উদ্দিনের তামাক ক্ষেতের ভেতর থেকে ওই মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত নারী জোবেদা খাতুন (৪৫)। তিনি দলিয়ারপুর গ্রামের মৃত তুফান হোসেনের স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সকালে জোবেদা খাতুন ঘাস কাটতে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেননি। ইফতারের সময় হয়ে গেলে পরিবারের সদস্যরা ও স্থানীয়রা তাকে খুঁজতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে গোপালপুর গ্রামের মাঠের একটি তামাক ক্ষেতের মধ্যে হাত-মুখ বাঁধা অবস্থায় তার রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে দলিয়ারপুর পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।

দলিয়ারপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপ-পরিদর্শক (এসআই) আকতার হোসেন জানান, সকালে ঘাস কাটতে গিয়ে ওই নারী আর বাড়ি ফেরেননি। পরে স্থানীয়রা তামাক ক্ষেতের মধ্যে তার হাত-মুখ বাঁধা অবস্থায় রক্তাক্ত মরদেহ দেখতে পান। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

এদিকে খবর পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। তিনি জানান, ঘটনাটি সম্পর্কে শুনেছি। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর বিস্তারিত বলা যাবে।

স্থানীয়দের ধারণা, ধর্ষণের পর অথবা ধর্ষণের চেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ায় তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে। তবে পুলিশ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করছে।

দামুড়হুদায় অর্ধশতাধিক অসহায় মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন “ওরা বন্ধু সংঘ” আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী “ঈদ সামগ্রী উপহার বিতরণ” কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

তারই অংশ হিসেবে কর্মসূচির তৃতীয় দিনে উপজেলার ছাতিয়ানতলা গ্রামের অর্ধশতাধিক বিধবা, অসহায়, দিনমজুর ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত নারী-পুরুষের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও সংগঠনের এমন জনকল্যাণমুখী কার্যক্রমকে স্থানীয়রা সাধুবাদ জানিয়েছেন।

শুক্রবার বিকেলে দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদা ইউনিয়নের ছাতিয়ানতলা গ্রামের জামে মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মো. মুরশেদ বীন ফয়সালের (তানজীর) সভাপতিত্বে এই ঈদ সামগ্রী উপহার বিতরণ করা হয়। বিতরণকৃত ঈদ সামগ্রীর মধ্যে ছিল—সেমাই, সুজি, চিনি, দুধ, লবণ, সাবান, শ্যাম্পু, ডালডা, তেজপাতা, জিরা, মসলা ও আলু।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ২০০৩ সালে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত সমাজের হাতেগোনা কয়েকজনের সহযোগিতায় সমাজ ও মানুষের উন্নয়ন-কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় আশপাশের ভাই-বোন ও বন্ধুদের নিয়ে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করার লক্ষ্যে অতীতের ন্যায় এবারও ৩ শতাধিক পরিবারের মাঝে এই ঈদ সামগ্রী উপহার বিতরণ করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, ঈদ মানেই আনন্দ আর হাসি-খুশি। পবিত্র ঈদুল ফিতর আমাদের দুয়ারে কড়া নাড়ছে। আমাদের সমাজে অনেকেই আছেন যারা অর্থাভাবে ঈদের আনন্দ পুরোপুরি উপভোগ করতে পারেন না। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের সঙ্গে সামান্য হলেও ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করার লক্ষ্যেই সংগঠনের এই প্রয়াস।

সংগঠনের সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মো. মিরাজুল ইসলাম মিরাজের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার আক্তারুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার সাজু আহমেদ, সাব্বির আহমেদসহ অর্ধশতাধিক উপকারভোগী নারী-পুরুষ।

এ সময় সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মো. মুরশেদ বীন ফয়সাল (তানজীর) বলেন, আজকের এই ঈদ সামগ্রী বিতরণ কেবল কিছু উপহার নয়, এটি আমাদের পক্ষ থেকে ভালোবাসার বার্তা। সংগঠনের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও ভালোবাসা থেকে আপনাদের মাঝে এই সামান্য ঈদ উপহার তুলে দিতে পেরে আমি গর্ববোধ করছি। ভবিষ্যতেও আমাদের সংগঠন আপনাদের মতো মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নে কাজ করে যাবে।

দামুড়হুদায় ইউনিয়ন ছাত্রদলের ইফতার মাহফিল

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলি ইউনিয়ন ছাত্রদলের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে লোকনাথপুর স্কুল প্রাঙ্গণে এই ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

হাউলি ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি ফারুক হোসাইন বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে ইউনিয়ন ছাত্রদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় পবিত্র মাহে রমজানের তাৎপর্য তুলে ধরে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা বলেন, রমজান মাস মানুষকে সংযম, সহমর্মিতা ও মানবিকতার শিক্ষা দেয়। এ ধরনের আয়োজন পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে আরও দৃঢ় করে।

ইফতার মাহফিলে স্থানীয় মুসল্লি ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন হাউলি ইউনিয়ন ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ

সম্পাদক তামিম হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক মল্লিক, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম রকিসহ ইউনিয়ন ও বিভিন্ন ওয়ার্ডের ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। দোয়া পরিচালনা করেন মিরাজ আলী।

দামুড়হুদায় ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে ইফতার মাহফিল

দামুড়হুদার জুড়ানপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে কলাবাড়ি হাই স্কুল মাঠে এ ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ইদ্রিস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে দল-মত নির্বিশেষে ইউনিয়ন এলাকার শত শত মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

ইফতার মাহফিলের সার্বিক আয়োজন করেন ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন।

দামুড়হুদায় ঈদুল ফিতর উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা

দামুড়হুদায় পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওবায়দুর রহমান সাহেল।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিন আলম, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, উপজেলা স্বাস্থ্য

ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মশিউর রহমান, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নীলিমা আক্তার হ্যাপি, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, উপজেলা জামায়াতের আমির নায়েব আলী, দামুড়হুদা মডেল মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুফতি মামুনুর রশীদসহ উপজেলার বিভিন্ন ঈদগাহ কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

সভায় আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর সুষ্ঠু, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উদযাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেন সভার সভাপতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। ঈদে কোনো ধরনের আলোকসজ্জা না করার জন্য কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের আহ্বান জানান তিনি।

এছাড়াও ঈদের জামাত সুষ্ঠুভাবে আয়োজন, ঈদগাহ মাঠ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সড়ক দুর্ঘটনা এড়াতে ঈদের দিন মোটরসাইকেল চলাচলের ওপর নজর রাখবে প্রশাসন।

সার্বিকভাবে একটি আনন্দঘন ও শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশে ঈদ উদযাপনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে সমন্বয় করে কাজ করার আহ্বান জানান সভাপতি।

সভায় বক্তারা বলেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দামুড়হুদা উপজেলায় পবিত্র ঈদুল ফিতর আনন্দমুখর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উদযাপন করা সম্ভব।

দামুড়হুদায় দায়সারা ভাবে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস

উদযাপিত ?

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় নাম কাওয়াস্ত হ য ব র ল ভাবে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উদযাপিত হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার মার্চ বেলা ১১ টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে সারা দেশের ন্যায় “দুর্যোগ প্রস্তুতে লড়ব, তারুণ্যের বাংলাদেশ গড়ব”-এই প্রতিপাদ্যে উপজেলা প্রশাসন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কার্যালয়ের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবায়দুল রহমান সাহেলের সভাপতিত্বে “জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস” উদযাপিত করা হয়।

উপজেলা পরিষদের গুটিকয়েক কর্মকর্তা ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কার্যালয়ের প্রশিক্ষনার্থীদের নিয়েই সরকারের এ জনগুরুত্বপূর্ণ দিবসটি পালন করা হয়। দিবসটিকে ঘিরে তড়িঘড়ি করে নামমাত্র পালন করা হয়েছে র্যালি,আলোচনা সভা ও মহড়া। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্টদের পক্ষ থেকে স্থানীয় কোন সাংবাদিকে জানানো হয়নি, ফলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন সাংবাদিক নেতা সহ গণমাধ্যম কর্মীরা।

স্থানীয় সচেতন মহলের ভাষ্য,সরকারি নির্দেশনায় জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসেরগুরুত্ব তুলে ধরতে র্যালি, আলোচনা সভা ও মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। যেহেতু এ ধরনের অনুষ্ঠানে জনসাধারণকে ভূমিকম্প অগ্নি নির্বাপন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করতে সহায়তা করে।ফলে অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্টদের সর্বশ্রেনীর মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি ছিলেন,যদিও এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। ফলে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মুরশেদ বীন ফয়সাল (তানজীর) বলেন, সরকারি যে কোনো জাতীয় অনুষ্ঠান জনকল্যাণের জন্যই হয়ে থাকেন।ফলে জনসচেতনতা বাড়াতে সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাটাও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। কাজেই এ ধরনের অনুষ্ঠানে সরকার উদ্দেশ্য গুরুত্বপূর্ণ। ফলে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সকলের।

তিনি আরো বলেন, এ ধরনের অনুষ্ঠানে সাধারণত স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, সাংবাদিক ও জনসাধারণের অংশগ্রহণ থাকবার কথা। যদিও তা ছিলেন না, উপস্থিত সংখ্যাও ছিলেন নগণ্য। পাশাপাশি সংশ্লিষ্টদের কারো পক্ষ থেকেই

স্থানীয় কোন সাংবাদিক কিংবা সাংবাদিক নেতাদের কাউকেই এ বিষয়ে জানানো হয়নি, যা দুঃখজনক।

দামুড়হুদায় ‘ওরা বন্ধু সংঘ’র ঈদ সামগ্রী উপহার বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলা সদরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘ওরা বন্ধু সংঘ’ এর উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে দামুড়হুদা উপজেলা সদরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘ওরা বন্ধু সংঘ’ এর উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচিরকার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নে ৭৫ জন বিধবা, অসহায়, প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক দিনমজুর নারী-পুরুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী উপহার বিতরণ করা হয়েছে। স্থানীয়রা সংগঠনের এমন মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় উপজেলার সীমান্তবর্তী কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের পিরপুরকোল্লা গ্রামে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে এই ঈদ সামগ্রী উপহার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মো. মুরশেদ বীন ফয়সাল (তানজির)। প্রদত্ত ঈদ সামগ্রীর মধ্যে ছিল সেমাই, চিনি, সুজি, দুধ, সাবান, শ্যাম্পু, আলু, ডালডা প্রভৃতি।

ঈদ সামগ্রী উপহার হাতে পেয়ে ভালোবাসায় অভিভূত একাধিক উপকারভোগী জানান, ঈদ উপলক্ষে যে উপহার ও ভালোবাসা আমরা পেলাম তা আমাদের জন্য অনেক। যাদের আয়োজনে আজকের এই উপহার হাতে পেলাম, আল্লাহতালা তাদের ভালো রাখুন।

‘ওরা বন্ধু সংঘ’-এর সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক, প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি ও দৈনিক সমকালের জেলা প্রতিনিধি মিরাজুল ইসলাম মিরাজের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার আক্তারুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার সালাউদ্দিন আহমেদসহ উপকারভোগীরা।

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মো. মুরশেদ বীন ফয়সাল (তানজির) বলেন, সরাসরি উপস্থিত থেকে আপনাদের হাতে সামান্য এই উপহার তুলে দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। ২০০৩ সালে সংগঠনের যাত্রা শুরুর পর থেকে অদ্যাবধি সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে ‘ওরা বন্ধু সংঘ’।

তিনি আরও বলেন, সমাজের কয়েকজন মানুষের সহযোগিতায় সংগঠনটি শীতবস্ত্র বিতরণ, ঈদ সামগ্রী বিতরণ, মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ প্রদান, রক্তদান কর্মসূচি, বৃক্ষরোপণ ও ঈদবস্ত্র বিতরণসহ বিভিন্ন মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়েই আজকের এই আয়োজন।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, উপস্থিত সবাই সংগঠনের এই ভালোবাসার উপহার সাদরে গ্রহণ করে ভবিষ্যতেও সংগঠনের কল্যাণে পাশে থাকবেন এবং সংগঠনের সকল সদস্যদের জন্য দোয়া করবেন।

দামুড়হুদায় গণহত্যা ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

দামুড়হুদায় ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস ও ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১১টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেলের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিন আলম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোহা. মশিউর রহমান, কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নীলিমা আক্তার হ্যাপি, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই সাইফুল ইসলাম,

দর্শনা থানার এসআই আশিক, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, উপজেলা জামায়াতে ইসলামের আমির নায়েব আলী, সেক্রেটারি আবেদ উদ দৌলা টিটন, উপজেলা মডেল মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুফতি মামুনুর রশীদ, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

প্রস্তুতি সভায় ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস ও ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস যথাযথ মর্যাদায় জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালনের বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল সরকারের গৃহীত বিভিন্ন আলোচ্য বিষয় ও কর্মসূচি তুলে ধরেন এবং সভায় উপস্থিত অতিথিদের কাছ থেকে মতামত আহ্বান করেন।

এ সময় উপস্থিত অতিথিবৃন্দের মতামতের ভিত্তিতে দিবস দুটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

“আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায়বিচার; সুরক্ষিত নারী ও কন্যার অধিকার” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দামুড়হুদায় যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে রবিবার বেলা ১১টায় উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শাহীন আলম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা ডা. মশিউর রহমান, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জেল হক, উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রসিদ, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি

শামসুজ্জোহা পলাশ, সাধারণ সম্পাদক তানজির ফয়সালসহ উপজেলার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, নারী সংগঠনের প্রতিনিধিরা এবং স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম বলেন, নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি ছাড়া একটি রাষ্ট্র পূর্ণাঙ্গভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে না। উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির অধিকার থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সভাপতির বক্তব্যে হোসনে জাহান বলেন, নারী ও কন্যাশিশুর অধিকার কেবল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, তা বাস্তবেও কার্যকর করতে হবে। আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, তাই তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা আমাদের সবার দায়িত্ব।

আলোচনা সভায় বক্তারা নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কঠোর আইন প্রয়োগ, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বক্তারা আরও বলেন, দামুড়হুদা উপজেলাকে নারী ও কন্যাশিশুর জন্য একটি নিরাপদ ও সহায়ক জনপদ হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদের ইমাম আশরাফুল ইসলাম এবং গীতা পাঠ করেন সুকুমার বিশ্বাস। শেষে উপস্থিত সকলের মাঝে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং এর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

লাইফ কেয়ার মেডিকেল সেন্টারের ২ লাখ টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার অবহেলিত দামুড়হুদায় মানহীন ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ছড়াছড়ি রয়েছে। উপজেলার একাধিক ইউনিয়নে সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করেই অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার।

এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল শনিবার বেলা ১১টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেছে উপজেলা প্রশাসন। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সহযোগিতায় কার্পাসডাঙ্গা সীমান্তবর্তী ইউনিয়নসহ একাধিক স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাহিন আলম।

অভিযানকালে কার্পাসডাঙ্গায় অবস্থিত লাইফ কেয়ার মেডিকেল সেন্টার নামক একটি বেসরকারি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় ওই ক্লিনিকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ঘাটতি, মানহীন সেবা, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সংরক্ষণ, অপারেশন থিয়েটারের অপব্যবস্থাপনাসহ একাধিক অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির অপারেশন থিয়েটার (ওটি) সিলগালা করে ২ লাখ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, গতকাল শনিবার বেলা ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন ও দর্শনা পৌরসভা এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। অভিযান পরিচালনাকালে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার সহযোগিতায় কার্পাসডাঙ্গাস্থ বেসরকারি হাসপাতাল লাইফ কেয়ার জেনারেল হাসপাতাল (লাইফ কেয়ার মেডিকেল সেন্টার) এ জনস্বার্থে অভিযান চালানো হয়।

এ সময় স্বাস্থ্য বিভাগের নির্দেশনা উপেক্ষা করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়াই কার্যক্রম পরিচালনা, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সংরক্ষণসহ বিভিন্ন অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ২,০০,০০০ (দুই লাখ) টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে ক্লিনিকটির অপারেশন থিয়েটার (ওটি)

কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশনা দিয়ে তা সিলগালা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাহিন আলম।

এ ছাড়া উপজেলার বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পে জ্বালানি তেলের সরবরাহ মনিটরিং করা হয়। এ সময় খোলা বাজারে প্রকাশ্যে তেল বিক্রির অপরাধে একজনকে ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

অভিযান পরিচালনাকালে সহযোগিতা করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মশিউর রহমান, হেলথ ইন্সপেক্টর (স্বাস্থ্য পরিদর্শক) মো. নিয়ামুল আলী, সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয়ের পেশকার মো. আনিসুর রহমান আনিসসহ দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি টিম।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক জানান, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

উল্লেখ্য, সরকারের নির্দেশনা ও আইন অমান্য করে রোগী ও তাদের স্বজনদের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে উপজেলার বেশিরভাগ বেসরকারি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে। অভিযোগ রয়েছে, অনেক প্রতিষ্ঠান অদক্ষ লোক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা পরিচালনা করছে। বেশিরভাগ ক্লিনিক ভাড়া করা স্থানে নিয়ম না মেনে গড়ে তোলা হয়েছে। কাগজে-কলমে থাকলেও অনেক ক্লিনিকে নেই ডিউটি ডাক্তার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নারকোটিক পারমিট ও পরিবেশ ছাড়পত্র। প্রায় ৮০-৯০ শতাংশ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কোনো অনুমতিও নেই বলে জানা গেছে।

উপজেলা প্রশাসনের এ ধরনের অভিযানে সন্তোষ প্রকাশ করে সচেতন মহল ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক মো. শাহিন আলমকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।